কোন-কিছুকে নিজের করা – দেশীয়করণ – সংস্কৃত্যায়ন

দেশীয়করণের ঐশতাত্ত্বিক ভিত্তি

খাপ খাওয়ানো বা সংস্কৃত্যায়নের সমস্যা খুবই জটিল বিষয় এবং এর প্রতি মনোযোগী হওয়া ও পদক্ষেপ গ্রহণ খুবই জরুরী। দেশীয়করণ মণ্ডলীর এই কিংবা ঐ-কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় কিন্তু ইহার সকল রহস্য ও প্রেরণকর্মের মধ্যে গভীরভাবে সংযুক্ত। দেশীয়করণ ভালভাবে বুঝতে হলে, আমাদের সৃষ্টির ঐশতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক ও সঠিক ধারণা থাকতে হবে ঃ খ্রীষ্টের মুক্তিদায়ী দেহধারণ রহস্য এবং মণ্ডলীর সার্বজনীন প্রেরণকর্ম সম্বন্ধে বিশদভাবে জানতে হবে। সংস্কৃত্যায়ন হবে মণ্ডলীর সার্বিক ক্ষেত্রে।

সৃষ্টি ঃ অলৌকিক বিভিন্নভাবে লৌকিকের মধ্যে প্রবেশ ঘটেছে। ঈশ্বর বিভিন্ন ভাবে সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

দেহধারণ ঃ তিনি আরও বেশী মূর্ত হলেন, মানব হলেন, সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃত্যায়িত করলেন। এই দেহধারণ হল দেশীয়করণের ভিত্তি।

১। স্থানীয় মণ্ডলীর রহস্য

সংস্কৃত্যায়নের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী বিকশিত ও স্থাপিত হবে স্থানীয় মণ্ডলীর ঐশতত্ত্বের ধারণা হতে। স্থানীয় মণ্ডলী সার্বজনীন মণ্ডলীর একটি আঞ্চলিক প্রদেশ নয় যেমন একটি দেশ, প্রদেশ, জেলা এবং অঞ্চলে বিভক্ত। স্থানীয় মণ্ডলী হল, একটি স্থানে গোটা মণ্ডলীর রহস্যের বাস্তবতা।

কার্ল রানার বলেন, মণ্ডলী নিজেই অন্যান্য সমাজের বৈপরীত্যে এই সুন্দর বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, সে যেকোন স্থানে নিজে 'ক্ষুদ্র বিশ্ব' হিসাবে প্রকাশিত হতে পারে।

এ হল বাস্তব দেহধারণ, বাস্তবে পরিণত হওয়া এবং স্থানীয়করণ সব কিছুরই, যা আমরা মণ্ডলী বলতে বুঝি। এটা একটা ঘটনা। সেই দৃষ্টিভঙ্গী যা মণ্ডলীকে স্থির করে একটি ঘটনাকেন্দ্রিক, যা হল দেহধারণের দিকে, সহযোগিতার দিকে এবং পূর্ণরূপের দিকে, সমসাময়িক বিশ্বের দিকে, ইতিহাস ও সংস্কৃতির মধ্যে।

যীশু খ্রীষ্ট বিভিন্ন ভাষা, স্থান, সংস্কৃতি থেকে আগত সকল জাতির নিকট মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করেছেন বিশ্বাসের ঐক্যে একদেহ হওয়ার জন্য (KOINONIA)।

যখন কোন এক স্থানে খ্রীষ্টীয় সমাজ মণ্ডলী হিসাবে সচেতন হয় এবং এর প্রধান কাজ সেবা (Diaconia) কর্ম পূর্ণ করে, তখন মণ্ডলী হয়ে উঠে স্থানীয়, স্থানীয় ছাড়া সে অন্য কিছু হতে পারে না। যদি কখনও মণ্ডলী স্থানীয় হয়নি, তার কারণ সে তার নিজের পরিচয় আবিষ্কার করতে পারেনি, তার রহস্য বুঝতে এবং তার সক্রিয়তাকে গ্রহণ করেনি। সে যদি বৃহৎ একটি সাম্রাজ্যের একটি প্রশাসন শাখা এবং কেন্দ্র হতে নিয়ন্ত্রিত, তা হলে মণ্ডলী সৃষ্টিশীল হয় না, বিদেশী থেকে যায়। অস্বীকার করে তার নিজস্ব রহস্য এবং পরিত্যক্ত হয় তার প্রেরণকর্ম। দেশীয়করণ হচ্ছে মণ্ডলীর জীবনের সকল দিক সম্বন্ধে সচেতনতা। এটা বাস্তব হয়ে ওঠে, যখন খ্রীষ্টীয় সমাজ সুস্থিরচিত্তে বাস্তব দেহধারণ রহস্য সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকে। এ হল, ঐক্য এবং সেবা, যা খ্রীষ্টেতে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত করা হচ্ছে এবং ঈশ্বরের রাজ্যের চিহ্ন ও হাতিয়ার হয়ে উঠছে।

২। সৃষ্টি, পরিত্রাণের ঐশতত্ত্ব এবং মণ্ডলীর সার্বজনীন প্রেরণকর্ম

বাণী দেহ ধারণ করলেন যেন সকল সৃষ্টি গৃহীত ও মুক্ত এবং খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বরের নিমিত্ত পবিত্রীকৃত হয়

(যোহন ১:১-২০; ১করি ১৫:২৮; গালাতীয় ১:১৫-২০)। কোন কিছুই মুক্ত নয় যা গৃহীত হয়নি এবং সৃষ্ট সবকিছুই মুক্ত হবে, গৃহীত হবে। মণ্ডলী হল, বাণীর দেহধারণের অনবদ্যতা যা এই গৃহীত ও রক্ষার, সংগ্রহ ও ঐক্যসাধন এবং ঈশ্বরের নিমিত্ত পবিত্রীকৃত করার প্রেরণকর্ম পরিচালনা করে।

খ্রীষ্টের মণ্ডলী মানুষের ও ঈশ্বরের মধ্যে এবং মানুষে-মানুষে খ্রীষ্টের দ্বারা মিলনের চিহ্ন ও উপায়। সেইজন্য মণ্ডলীকে বলা হয়, মুক্তির সার্বজনীন সাক্রামেন্ত। এটা কেবল মানবকেন্দ্রিক নয় কিন্তু বিশ্বের সবকিছুকেই বুঝায়। খ্রীষ্টের মুক্তিদায়ী প্রেরণকর্ম কেবলমাত্র মানুষকে নয় কিন্তু তার সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুকেই লক্ষ্য করে (সংস্কৃতি, ধর্ম) । এখানে আমরা সংস্কৃতি ও ধর্মের বিষয়টি দেখি ঃ অন্য সব-কিছুর মত ধর্ম এবং তদ্‌সম্পর্কিত সবকিছুই পরিত্রাণের জন্য খ্রীষ্টের নিকট নীত হবে যেন তা অর্থ ও পূর্ণতা পায়। খ্রীষ্টীয়করণের জন্য বিশ্বে অন্যান্য সবকিছুর মত ধর্ম ও সংস্কৃতিও গৃহীত হবে।

মণ্ডলী অবশ্যই তার সার্বজনীন সেবা (Diaconia) ধর্ম ও সংস্কৃতিকে দেবে। তাকে দেহধারণ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের রহস্যের দ্বারা ধর্ম ও সংস্কৃতিকে পরিচালনা করতে হবে। তাই বলা যায়, সব ধর্ম ও সব কৃষ্টির মধ্যে মণ্ডলী উপস্থিত হবে, সব কিছুকে উন্নীত করবে, সহানুভূতি এবং সকল মানবীয়, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি গ্রহণীয় মনোভাব প্রদর্শন করবে। সকল সংস্কৃতি এবং ধর্মকে যেতে হবে খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে যেন তারা রূপান্তরিত হয় ও রক্ষা পায়। সকল ধর্ম ও সংস্কৃতি মানুষের পাপ ও ঈশ্বরের করুণার চিত্ত বহন করে, তারা সত্য ও ভ্রান্তির, পুণ্য ও পাপের ভাল ও মন্দের সংমিশ্রণ। তাদের মধ্যে যা ভাল, তা হল, ঈশ্বরের উপস্থিতির চিহ্ন। সত্য ও ভাল'র উপাদান জাতিসমূহের মধ্যে যা দেখা যায়, তা হল সত্যের প্রভা, যা মানুষকে আলোকিত করে। যা কিছু মন্দ, তা আসে সেই অসতের নিকট থেকে।

মঙ্গলসমাচারের আলোকে আমাদের তা বুঝে নিতে হবে। আমাদের দায়িত্ব সেই অসতের হাত হতে তাদের মুক্ত করা। মণ্ডলী অবশ্যই তাদের পরিচালিত করবে পূর্ণতার দিকে সঠিক নির্দেশনা দিয়ে এবং গভীর ঐক্য এবং অর্থ দিয়ে খ্রীষ্টের পূর্ণতার দ্বারা এবং এভাবে উদ্ধার করে ঈশ্বরের নিকট ফিরিয়ে আনবে। খ্রীষ্ট আসেন নি ধ্বংস করতে কিন্তু পূর্ণতা দিতে এবং তাদের লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করতে।

যখন জাতিসমূহের সকল সম্পদ, যা খ্রীষ্টকে প্রদত্ত হয়েছে (সাম২:৮) উত্তরাধিকার রূপে, মণ্ডলী গ্রহণ করে যখন জনগণের পরম্পরা, কৃষ্টি, তাদের জ্ঞান এবং শিক্ষা, তাদের কলা ও বিজ্ঞান গৃহীত হয় এবং খ্রীষ্টানগণ পরিচালনা করে যখন তারা তাদের দর্শন ও প্রজ্ঞার মধ্যে সত্যকে বুঝতে চেষ্টা, অনুসন্ধান করে; যখন তাদের প্রথা, জীবনের প্রতি মনোভাব এবং সামাজিক প্রণালী খ্রীষ্টীয় জীবন-যাপন পদ্ধতির সঙ্গে পুনর্মিলিত হয় (AG 22), যখন কৃচ্ছ্রতা সাধন ও ধ্যানী ঐতিহ্যের পরম্পরা খ্রীষ্টীয় ধর্ম ও সন্ন্যাস জীবনে সমন্বিত হয় (AG 18), যখন তাদের বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা ঈশ্বরের সম্বন্ধে প্রার্থনা ও উপাসনার পদ্ধতি খ্রীষ্টীয় উপাসনায় সমন্বিত হয়, যখন অন্য ধর্মীয় সাহিত্য বাইবেলের আলোতে বুঝা হয়, তখন আমরা বলতে পারি যে, এ সকল উদ্ধার হয়েছে এবং ঈশ্বরের নিমিত্ত পবিত্রীকৃত হয়েছে এবং এভাবে খ্রীষ্টেতে পূর্ণতা লাভ করেছে।

খ্রীষ্টান সংস্কৃতি কথাটি ভুল। সংস্কৃতি কোন ধর্মের হয় না। ঐতিহ্য ধর্মের হতে পারে। তবে সংস্কৃতি দ্বারা সীমিত নয়। কোন সংস্কৃতি একটি ধর্ম দ্বারা সীমিত নয়।

" দেবে আর নেবে – মেলাবে আর মিলবে" : সংস্কৃতির নিয়ম। ধর্মটা বেশী সার্বজনীন, ধর্ম সবার, সংস্কৃতির কিছুটা সীমাবদ্ধতা আছে, বিভিন্ন জাতির, দেশের সংস্কৃতি হিসাবে। তবে একেবারে সীমিত নয়।

৩। প্রেরণকর্ম ও সংস্কৃত্যায়ন একসঙ্গে যায়

মিশনারীগণ দেশীয় কৃষ্টি জানতেন না এবং তারা তাদের কৃষ্টি প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছেন। ফলে সংস্কৃত্যায়ন হয়নি এবং তারা দেশীয় কৃষ্টি সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন বলে, এগুলিকে কুসংস্কার ভাবতেন।

যেখানে মণ্ডলী বৃদ্ধি পাচ্ছে সেখানে অবশ্যই স্থানীয় সংস্কৃতিতে বৃদ্ধি পাবে। এ কথা বলা ভুল হবে যে, প্রথমে মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা হোক, পরে সংস্কৃত্যায়নের কথা ভাবা যাবে। প্রথমেই মণ্ডলী দেশীয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবে।

ধর্ম ও সংস্কৃতি একরূপ নয়, তবে তারা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত এবং একে অপরকে সমৃদ্ধ করে। খ্রীষ্টধর্ম ইংরেজী সাহিত্যকে এবং সংস্কৃতিকে, জার্মান, ফ্রান্স, স্পেনিশ সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। কু এবং সু অধ্যয়ন করা দরকার। দেখাটা যথেষ্ট নয়, গভীরভাবে লক্ষ্য ও মনোনিবেশ আবশ্যক।

বাণী ঘোষণা এবং মানুষকে মন পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়ে লোকদের উপাসনায় জড় করা যথেষ্ট নয় কিন্তু এই সকলের মধ্যে খাপ-খাওয়াতে বা দেশীয়করণ করতে হবে সংস্কৃতি, ধর্মীয় প্রকাশ এবং সমকালীন ধ্যান-ধারণার আলোকে। অনেক মানুষ ভুল ধারণা করে যে, প্রথমে বাণী ঘোষণা, সেমত জীবন যাপন এবং উদ্‌যাপন করতে হবে। পরবর্তীতে ঐ সকল খাপ-খাওয়ানো যেতে পারে।

দ্বিতীয় ভাটিকান জোর দিয়ে বলে যে, প্রেরণকর্ম ও সংস্কৃত্যায়ন একসঙ্গে যাবে। ইহার প্রথম উপাসনায় খ্রীষ্টানগণ এর অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটাবে, ঈশ্বরের সঙ্গে ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইহার বিশ্বাস ও অনুশীলন সংস্কৃতির ও ঐতিহ্যের জন্য উপযুক্ত।

৪। দেশীয়করণের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

দেশীয়করণ পরম্পরাগত সংস্কৃতি বা ধর্মকে স্বতন্ত্র বা একপেশে ভাবে আরোপ করে না। এটা কেবলমাত্র উৎসে যাওয়া নয়, এটা 'গ্রহণ' অতীত ঐতিহ্যের দিকে তাকিয়ে, বর্তমানের প্রয়োজন এবং ভবিষ্যতের প্রত্যাশার জন্য।

দেশীয়করণ গ্রহণ ক'রে মানুষের অস্তিত্বের সকল বাস্তবতাকে যা সমাজের ও জাতির জীবনকে রূপ দেয়, ক্ষুধার সমস্যা, রোগব্যাধি, অজ্ঞতা, অশিক্ষা, বেকারত্ব, হতাশা, মুক্তির সংগ্রাম, দাসত্ব, পরবাসী, যুদ্ধ, অশান্তি, সামাজিক অন্যায্যতা, মানুষের আভ্যন্তরীণ সার্বিক উন্নয়ন ইত্যাদি।

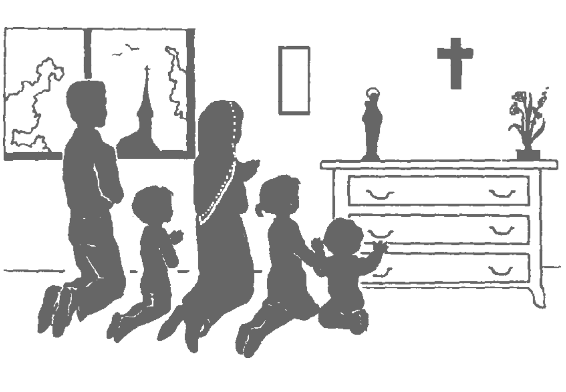

দেশীয়করণ হল সংহতি – মানুষের সঙ্গে এবং সকল সমস্যার বিষয়ে সংযুক্ত হওয়া এবং মানব ইতিহাসের চলমান অভিযানে যুক্ত হওয়া। তাই বলা যায়, মণ্ডলী উপস্থিত হবে সকল স্থানে তার নম্র সেবা দ্বারা, সাক্ষ্য দেবে মঙ্গলসমাচার ও ঐশরাজ্যের।

বর্তমানের শিকড় এবং নোঙ্গর রয়েছে অতীতে এবং এর নির্দেশনা ভবিষ্যতের দিকে। মণ্ডলী দেশীয় যখন সে উপস্থিত বাস্তবতার মধ্যে বসবাস করছে। অতীতে আমরা ফিরে তাকাই, বর্তমান ও ভবিষ্যতে যাওয়ার জন্য। অতীতের স্মরণ – বর্তমানের উৎসব এবং ভবিষ্যতের প্রত্যাশা এই তিনটে মিলে উপাসনা।

৫। আমাদের উপাসনার কেন্দ্র খ্রীষ্টযাগ

খ্রীষ্টযাগ হল চূড়ান্ত অবস্থা। খ্রীষ্টযাগের মধ্যে মণ্ডলী তার প্রেরণকর্মের প্রকাশ ঘটায় এবং এর চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছে। খ্রীষ্টযাগ হল, মণ্ডলীর রহস্যের সর্বোচ্চ আত্মপ্রকাশ এবং তার প্রেরণকর্মের চূড়ান্ত পূর্ণতার মুহূর্ত। এটা সাধারণ রুটি এবং দ্রাক্ষারস (উৎসর্গ) পবিত্রীকরণ নয় কিন্তু সমগ্র মানবজাতি এবং বিশ্বজগৎ, জগতের সকল বাস্তবতা এবং মানব অস্তিত্ব, খ্রীষ্টে তা গৃহীত হয় এবং ঈশ্বরের উৎসর্গীকৃত হয় এবং তার সঙ্গে মিলিত হয়।

❑ উপাসনায় খাপ-খাওয়ানোয় বিশুদ্ধতা

উপাসনায় সংস্কৃত্যায়ন কেবল ঐশতাত্ত্বিক স্বীকৃতির কারণে নয় কিন্তু প্রাসঙ্গিক বিশুদ্ধতার, চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার জন্য দরকার। উপাসনা হল, ফলপ্রসূ চিহ্ন মানুষের পরিত্রাণের এবং খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের পূজা করা। যদি উপাসনাকে স্থানীয় মণ্ডলী উপযোগী হতে হয়, যদি পূজারীদের জীবন্ত অভিজ্ঞতা এবং মণ্ডলীর রহস্যের ও প্রেরণকর্মের সবচেয়ে উত্তম প্রকাশ হতে হয়, তখন উপাসনায় থাকতে হবে যথোপযুক্ত এবং অর্থপূর্ণ চিহ্ন। তাদের লক্ষ্য স্পষ্ট ও বোধগম্য হতে হবে পূজারীদের নিকট এবং সক্রিয়, ফলপ্রসূ এবং অভিজ্ঞতাপূর্ণ

অংশগ্রহণের জন্য তাদের পরিচালনা করবে। ভাটিকানের পূর্বে সেসকল চিহ্ন ততটা বোধগম্য না হলেও, এরপরে চিহ্নগুলি আরও অর্থপূর্ণ করে তোলা হয়েছে।

নবায়নকৃত উপাসনা হয়েছে সরল, ব্যক্তিগত, বৈচিত্রপূর্ণ, বোধ্যগম্য এবং স্বাধীন ব্যবহারযোগ্য। এটা সার্বজনীন মণ্ডলীর ক্ষেত্রে যথেষ্ট কিন্তু স্থানীয় কোন মণ্ডলীর জন্য নয়। প্রত্যেক স্থানীয় মণ্ডলী দেখবে, যে যে চিহ্নসকল ব্যবহার করা হচ্ছে, তা কি এবং সেগুলি কি ঐ মণ্ডলীর জন্য অর্থপূর্ণ ? অর্থাৎ সেগুলি সভ্যদের বিশ্বাস ও পূজার সহভাগিতা ও সেবার যথাযথ প্রকাশ কিনা।

ধর্ম ও সংস্কৃতি পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং পরস্পর জড়িত বলে এ দু'টো এক জিনিস নয়। ধর্ম যে কোন সংস্কৃতির অনেকখানি ব্যবহার করে নিজের লালন ও প্রকৃতির জন্য। একই ধর্ম বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে লালিত হতে পারে আবার একই সংস্কৃতি বিভিন্ন ধর্মের সহায়তায় বেড়ে উঠতে পারে। ধর্ম এবং সংস্কৃতির নিজস্ব ক্ষেত্র বা পরিমণ্ডল রয়েছে। ধর্ম শব্দটি আসে 'ধৃ' ধাতু থেকে অর্থাৎ যা কিছু কল্যাণ বা কুশল ধারণ করে তাই-ই ধর্ম।

উপাসনা জীবনে প্রাসঙ্গিক

ক) প্রাসঙ্গিক না হওয়ার সমস্যা

১ - উপাসনার ভাব বা ধারণার অভাব। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন ভাব আনতে হবে, অথবা ঠিক রাখতে হবে। নিজের মন স্থির করে, যন্ত্রপাতি, প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে ভক্তির ভাব আনা।

২ - স্থানীয় মণ্ডলীর স্বরূপ কি, সে সম্বন্ধে চেতনার অভাব; তাদের রুচি, তাদের মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়গুলো উপাসনার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে।

৩ - জীবনের সঙ্গে উপাসনার অপ্রাসঙ্গিকতা অর্থাৎ উপাসনা ও সংস্কৃতির মধ্যে দূরত্ব আছে। মণ্ডলীর উপাসনায় জনগণের সাংস্কৃতিক জীবনের অভাব রয়েছে।

খ) অন্য সমস্যা হল অ-ধর্মীয় ভাব, অভক্তির ভাব, অবিশ্বাসের ভাব।

১ - জীবন ও ধর্ম, ধর্ম ও সমাজ, উপাসনা ও সংস্কৃতির সংযোগ থাকতে হবে। পারস্পরিক সম্পর্ক ছাড়া তা কেবলমাত্র পাশাপাশি রাখা হয়।

২ - ধর্ম ও সংস্কৃতি এক নয়। তথাপি তারা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত (শরীর ও কাপড়ের সম্পর্কের মত)।

মূল সমস্যা ও বাধাসমূহ

সংস্কৃত্যায়নের যাত্রায় বিভিন্ন লোকের নিকট হতে নানা প্রশ্ন আসে। ভারতে ষাটের দশকের দিকে এ ধরনের বেশ কিছু সমস্যা/প্রশ্ন এসেছিল :

১ - ভারতীয় সংস্কৃতি হল হিন্দু সংস্কৃতি। দেশীয়করণ হল হিন্দুকরণ।

২ - ভারতে নানা ধর্ম আছে, তাহলে আমরা কেন শুধুমাত্র হিন্দুধর্মের সাথে খাপ-খাওয়াবো ?

৩ - হিন্দুদের খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তর না করে আমরা খ্রীষ্টানদের হিন্দুত্বে রূপান্তর করছি।

৪ - দেশীয়করণ হল, হিন্দুদের খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তর করার চালাকি এবং এটা ঠিক নয়।

৫ - কেন আমরা নিজেদেরকে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছি যখন ভারত পাশ্চাত্য সভ্যের অনুসারী ?

৬ - দেশীয়করণ বলে আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি যে, আমরা এখনও ভারতীয় নই।

কাটেখিষ্ট জীবনে আধ্যাত্মিকতা এবং মণ্ডলীতে পালকীয় কাজ

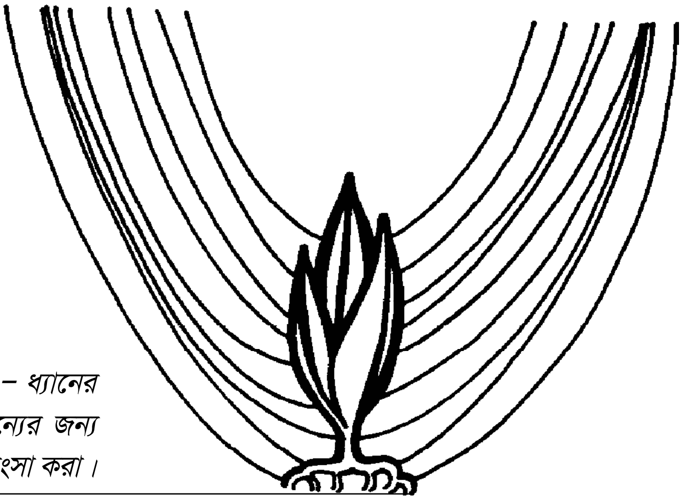

নির্জন ধ্যান ঃ আত্মমূল্যায়ন – নীরব প্রার্থনা – ধ্যানের মাধ্যমে যীশুর সঙ্গলাভ – অন্যের জন্য প্রার্থনা – সদা-সর্বদা প্রভুর প্রশংসা করা।

ঈশ্বর পুত্রকে বিশ্বাস করে যারা, তারাই নবজন্ম লাভ করে। আর সেই নবজন্ম লাভ করতে হলে ঈশ্বরের ভালবাসার একান্ত মানুষ হয়ে উঠতে হবে। যে ভালবাসা ঈশ্বর জগৎকে দিয়েছেন (যোহন ৩:১৬), ঈশ্বরের সেই প্রেমময় ভালবাসার মাধ্যমে অন্যকেও আমাদের ভালবাসতে হবে। ক্যাটেখিষ্টের আহ্বান জীবন্ত রাখতে হলে, আমাদের প্রার্থনার জীবন গড়ে তুলতে হবে। বিশেষ করে অপরের জন্য নিজেকে নিঃস্বার্থ ভাবে বিলিয়ে দিতে হবে। আর এর মধ্য দিয়েই আমরা মিলিত হতে পারব ঈশ্বরের সঙ্গে। ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে গেলে বিশেষভাবে তাঁর প্রতি বিশ্বাস, প্রার্থনা ও বাণী ধ্যান করতে হবে।

বিশ্বাস = বিশ্বাসের মনোভাব গড়ে তোলা

প্রার্থনা = ঈশ্বরের কাছ হতে আসে

বাণী = আমাদের শক্তি, প্রেরণা ও পথ দেখায় এবং যীশুর আদর্শের আহ্বানে সাড়া জাগায়।

তুমি যেমন আমাকে সংসারের মধ্যে প্রেরণ করেছ, আমিও তেমনি সংসারের মধ্যে তাদের প্রেরণ করছি এবং তাদের জন্য আমি এখন নিজেকে নিবেদন করছি, যাতে তারাও সত্যের গুণে নিবেদিত হয়ে ওঠে (যোহন ১৭:১৮-১৯)। কাটেখিষ্ট হিসাবে আমাদের হতে হবে ভালবাসার বিশ্বস্ত বাহক, ঐশবাণী শ্রবণ এবং ধ্যান প্রার্থনার মাধ্যমে বিশ্বাসী মানুষের অন্তর আবিষ্কার করতে হবে।

কাটেখিষ্ট জীবনে আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ জীবন চিত্র

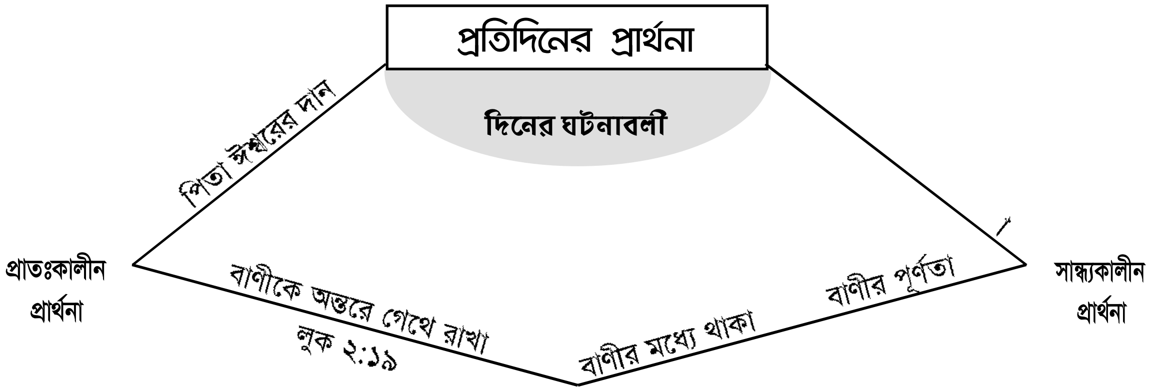

ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য : ঈশ্বর সক্রিয় ভাবে বা সরাসরি মানুষের জীবনে বা মানুষের ইতিহাসে প্রবেশ করেন (যাত্রা ১:৩)। কাটেখিষ্ট হিসাবে মণ্ডলীতে, সমাজে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে গেলে, ঈশ্বর তাঁর ভালবাসায় আমাদের জীবনের বাস্তবতায় অবস্থান করেন। সেই বাস্তব কাজ করার জন্য পবিত্র আত্মা আমাদের বিশ্বাসের চোখ দান করেন, যেন সেই বিশ্বাসের মনোভাব নিয়ে মণ্ডলীতে আমাদের ভূমিকা প্রস্ফুটিত করে তুলতে পারি। মোশী অতি সচেতনতার সাথে ইস্রায়েলীয়দের শিক্ষা দিয়েছেন ও ঈশ্বরের কথা তাদের মাঝে প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বর মানুষের মধ্যে প্রবেশ করেন বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে আর খ্রীষ্টযাগ হলো বিশ্বাসের বিশেষ ঘটনার প্রধান ঘটনা, খ্রীষ্টযাগের মাধ্যমে পবিত্র রুটি ও দ্রাক্ষারসের আকারে যীশু নিজেই প্রবেশ করেন আমাদের অন্তরে, আর তখন আমরা এক হয়ে যাই।

মাদার তেরেজার সেবার কাজের মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর ভালবাসা প্রকাশ করেছেন। কাটেখিষ্ট হিসাবে কাজ করতে গেলে সেবার মনোভাব থাকতে হবে।

➤ মানুষের জীবনে প্রবেশ করে ঈশ্বর গরীব, দুঃখী, পাপী মানুষের পক্ষ নেন। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীনদরিদ্রদের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে, বন্দীদের কাছে মুক্তি, আর অন্ধের কাছে নবদৃষ্টিদানের কথা ঘোষণা করতে, পদদলিত মানুষকে মুক্ত করে দিতে। 'সুস্থ-সবল যারা , তাদেরতো চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় তাদেরই, ব্যাধিগ্রস্ত যারা'। আমি তো ধার্মিকদের নই, পাপীদের আহ্বান জানাতে এসেছি (মার্ক ২:৭)। পাপমুক্তির জন্য যারা ব্যাকুল ছিল, তারাই যীশুর এই আহ্বানে সাড়া দিল। যীশুর এই সকল কথা হলো, 'তিনি মুক্তিদানের যুগ ঘোষণা করতে চান।

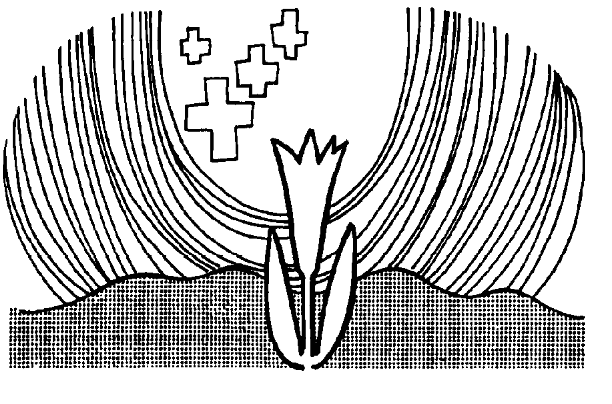

নাজারেথের যীশু অস্বীকৃত হয়েছেন, অপমানিত হয়েছেন; কাটেখিষ্ট হিসেবে কাজ করতে গেলে যীশুর মত সমাজে, মণ্ডলীতে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হবে। সকল অবস্থাতে সমাজে পিছিয়ে পড়া, দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম, পদদলিত মানুষদেরই পক্ষ নিতে হবে এবং তার বাস্তবরূপ দিতে হবে অষ্টকল্যাণ বাণীর মধ্য দিয়ে।

➤ মানুষের জীবনে প্রবেশ করে ঈশ্বর আমাদের দেব-মূর্তির মুখোশ খুলে দেন (যোশুয়া ২৪:১৪-২৮)। ঈশ্বরকে যদি আমাদের জীবনে আনতে চাই তবে মন্দ বা পাপময়তার দাসত্ব ত্যাগ করতে হবে। আমাদের হৃদয়ে যে সকল মন্দতা রয়েছে, তা পাপস্বীকারের মাধ্যমে ত্যাগ করে, ঈশ্বরকে আমাদের জীবনে বরণ করে নিতে হবে। আমরা যারা আহূত হয়েছি – ফাদার,ব্রাদার, সিষ্টার, কাটেখিষ্ট – আমরা যদি খ্রীষ্টীয় জীবন চাই ও তাঁর জীবন বাণী দ্বারা চলতে চাই তবে ঐশ্বর্য ত্যাগ করতে হবে। কাটেখিষ্ট হিসাবে আমাদের জীবনে এমন কোন দেবতা কি আছে, যে ঈশ্বর থেকে বড়? যদি তা থাকে, তবে তা আমাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে এবং বাদ দিতে হবে। ঈশ্বর হলেন সেই জীবনময় দেবতা, যা বিশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে (মথি ১৩; ৪৪; ৪৬; সাম ১৬; লুক ৪:১-১৩)।

➤ মানুষের জীবনে প্রবেশ করে ঈশ্বর নিজেকে দান করেন (রোমীয় ৫:৬-১৯)। আমরা তখনও শক্তি ও দুর্বলহীন ছিলাম, সেই তখনই তো খ্রীষ্ট নির্ধারিত সময়ে আমাদের মতো ভক্তিহীন মানুষের জন্য প্রাণ দিয়েছেন (রোমীয় ৫:৬-১৯)। পুনরুত্থিত যীশু খ্রীষ্ট মানুষের মধ্যে সেই আত্মদানের শক্তি যুগিয়ে দেন।